বিজ্ঞাপনে যুগান্তর

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তর।

সাপ্তাহিক পত্র।

কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক রবিবার, ১৩১৩ সাল। ইংরাজী ২১শে অক্টোবর ১৯০৬ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ছাত্রভাণ্ডার লিমিটেড।

ছাত্র ভাণ্ডার।

দেশী দ্রব্য! দেশী দ্রব্য!! দেশী দ্রব্য!!!

দন্ত মাজন চূর্ণ।

অনঙ্গ বিলাস যোগ কাটিবার সাবান।

কুন্তলা

রতিবিলাস

গোল্ডেন পিল।

সিংহ এণ্ড কোং।

উপদংশ শান্তক।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত

চ্যবন প্রাশ

মহাকামেশ্বর মোদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদিকা শ্রীমতি জয়া মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞ লক্ষী হাউসে রাখা ‘যুগান্তর’-এর কপিগুলি দেখতে দেবার জন্য। শ্রীপ্রদ্যেৎ কুমার বসু মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ, অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রদর্শনীটিকে সাজানোর জন্য। বন্ধুবর অসিতবরণ মিত্রকেও ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন থেকে যুগান্তর-এর আয় হিসেব কষে বার করতে সাহায্য করার জন্য।

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দই হলেন প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন -`পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য'। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ বাংলার সীমা অতিক্রম করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁরই পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় বাংলায় যুগান্তর ও ইংরাজীতে 'বন্দেমাতরম্' - পত্রিকা দুটি দেশবাসীর মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এক সময়ে । যদিও এই দুই পত্রিকার কাগজে কলমে সম্পাদক ছিলেন - যথাক্রমে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। এইসব পত্রিকা ও বহু মূল্যবান নথিপত্র সুদীর্ঘকাল আলিপুর কোর্টের হেফাজতে বন্দীদশা ভোগ করছিল। সম্প্রতি সেগুলির বন্ধনমূক্তির সুযোগ ঘটায় তার Xerox কপিগুলি বহু পরিশ্রম করে 'শ্রীঅরবিন্দ ইন্স্টিটিউট অব কালচার' সংগ্রহ করেছেন। এখানেই সেগুলি সুরক্ষিত আছে।

এইসব স্বদেশী কাগজের জ্বালাময়ী লেখা ছাড়াও এক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষনী বিষয় চোখে পড়ে - তা হল তখনকার দিনের বিজ্ঞাপনের চরিত্র। এরই মধ্যে দিয়ে কিন্তু তখনকার দিনের যুগকেও আমরা দেখতে পাই এবং এটি আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে তাই কাজ করতে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞাপন জগতেরএক বিশেষ ব্যক্তিত্ব শ্রীঅংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের শ্রীঅরবিন্দ রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে এই পুস্তকাটিই আমরা প্রথম প্রকাশ করছি এবং ভবিষ্যতে যুগান্তরে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয় গুলিকে আমরা ভাগ ভাগ করে প্রকাশ করার আশা রাখি।

আশাকরি এই বইটির বিশেষত্ব আপনাদের সকলেরই চোখে পড়বে এবং এটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

জয়া মিত্র।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র পথের ভগীরথ যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯০৮ সালে ৬ ই জুলাই ভারত সরকারের নতুন সংবাদপত্র নিষ্পষণ আইন Newspapers (Incitement to offences) Act এর নাগপাশে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্রিকার । ৬ ই জুলাই ১৯০৮ সালের পর সম্ভবতঃ "যুগান্তর" আর প্রকাশিত হয়নি।

সহিংস বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বৈপ্লবিক দলের দ্বিতীয় গোষ্ঠি। তার জন্য পুরোদমে আয়োজন চলছিল। কেবল আয়োজন করলেই কাজ হবেনা। এই পথে এগুতে হলে জনসমর্থন চাই সেইজন্য জনমত গড়ে তোলার প্রয়োজন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা প্রচারের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আত্মপ্রকাশ করল। 'যুগান্তর সাপ্তাহিক"| 'যুগান্তর'-এর কার্য্যাধ্যক্ষ অবিনাশ ভট্টাচার্য "মুক্তি কোন পথে" বইটির ভূমিকায় লিখলেন "যুগান্তরের সূচনায় বলা হইয়াছে যে, ঐ সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোগুলিকে পুঞ্জিভূত করিয়া একটি সুসংগত সংকল্প প্রবাহের আকারে এক চরম লক্ষ্য রূপ সাগর-সঙ্গমের দিকে পরিচালিত করা "যুগান্তর" পরিচালকগণের অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১]

এই সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচারে প্রেরণা ছিল শ্রীঅরবিন্দের। প্রথমদিকে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন তিনি যদিও "যুগান্তর"এর সাথে তাঁর সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবের কথা জানত এবং তাদের রির্পোটে লিখেছিল যে শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন, "the chief of the Yugantar band, who has exercied greater influence over the revolutionary movement in India than perhaps anyone other man.[২]

"যুগান্তর" সাপ্তাহিকের মূল্য ছিল এক পয়সা। প্রথম দিকে "যুগান্তর" ১৭/১৮ কপির বেশী বিক্রী হত না। বাকি সব কপিই বিলি করে দেওয়া হত। ক্রমে "যুগান্তর"-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ১৯০৭ সালে ৭০০০ কপি বিক্রী হয়। তার কিছু পরে একসময় "যুগান্তর" এর সারকুলেশন প্রায় ২০,০০০ কপি পর্যন্ত পৌছে ছিল।[৩]

স্বাভাবিক ভাবেই "যুগান্তর" পত্রিকার সারকুলেশন বৃদ্ধি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই তাদের রির্পোটে বলা হয়েছিল, (It appears that for sometime the paper had to be supported by outside subscription, and boys were sent out with collection-books for this purpose, but recently owing to its largely increased circulation, it had become a paying concern.

ব্রিটিশ সরকার পত্রিকাটির সারকুলেশন বৃদ্ধি দেখেই ধরে নিয়েছিল যে "যুগান্তর"এর অবস্থা ভাল। স্বেচ্ছাসেবকদের চাঁদার খাতা হাতে দোরে দোরে আর ঘুরতে হয়না। ভাবতে অবাক লাগে যে "যুগান্তর"এর সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রথম ও শেষ পাতা ভরা বিজ্ঞাপন কেমন করে এড়িয়ে গেল ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি। ওদিকে নজর পড়লে বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের হিসাব কষে ওরা হয়ত স্থির করত যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা মহাসুখে আছেন। আসলে তা হয়নি। ছয়বার পরপর দেশদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এবং ক্রমাগত ব্রিটিশ

দলনে জর্জরিত হয়ে “যুগান্তর”-এর অর্থাভাব কখনই যায় নি। বিজ্ঞাপন থেকে যে অর্থ তাঁরা পেয়েছিলেন তাও “যুগান্তর”-এর পক্ষে কোন দিনই যথেষ্ট ছিল না।

এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল “যুগান্তর”-এর পত্রিকার পৃষ্ঠায় যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তারই পরিক্রমা। প্রতি সপ্তাহে প্রথম পাতার উপর দিকে ছাপা হত বিজ্ঞাপন নীতি। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন করার দাম। “যুগান্তর” কোন বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন ছাপতেন না। সমকালীন ইংরাজী কাগজে বিলাত থেকে আমদানি করা বিলাতী পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকত। এইসব বিলাতী পণ্যের বিক্রেতা, ডিস্ট্রিবিউটার, এজেন্টদের মধ্যে কিছু ভারতীয় ছিলেন। চাইলেও তারা যুগান্তরে বিজ্ঞাপন ছাপতে পারতেন না। “যুগান্তর” পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের যে দাম বিজ্ঞাপিত হত, সেই দাম ধরে, ইঞ্চি মেপে বিজ্ঞাপন থেকে আয়েরও, সঠিক না হলেও, একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। আজ হাতের কাছে কেউ নেই যাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের সঠিক পরিমাণ যাচাই করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারে রাখা “যুগান্তর”-এর বিজ্ঞাপনগুলি দেখতে দেখতে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একদল শিল্পপতি, জমিদার, ব্যবসায়ী এবং দোকানদার জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং যদিও বোমা হাতে কাউকে আক্রমণ করেননি অথবা “বয়কট”, আন্দোলনে দলে দলে সামিল হননি তবে বিজ্ঞাপনের মারফৎ অর্থ সাহায্য করে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। “যুগান্তর” বাঙলা সমাজের সকল স্তরে যে আগুন ছড়িয়েছিল তার স্পর্শ লেগেছিল এঁদেরও। বলা যায় সেই সময়ে শিল্পপতি, ব্যবসারী ও দোকানদারদের মধ্যে একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠেছিল।

ব্যবসায়ীর কাছে লাভই প্রথম কথা এবং নিজের সংস্থার উন্নতির জন্য “যুগান্তর”-এর ক্রমবর্ধমান সারকুলেশনের সুযোগ তাঁরা নিয়েছিলেন। কাগজের জনপ্রিয়তার সুযোগ সব বিজ্ঞাপনদাতারাই নিয়ে থাকেন। এটা কিছু দোষের নয়। ভাল সারকুলেশন হলে সে কাগজ আপনা থেকেই বিজ্ঞাপন টানে। “যুগান্তর”-এর সারকুলেশন বাড়তে বাড়তে যখন ২০ হাজারের কোটায় পৌছাল, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে এ একপায়সার কাগজটি একজন কিনলে অন্ততঃ ২০ জন পড়ত। এই অনুমান অনুসারে রিডারশিপ দাঁড়ায় ৪,০০,০০০। এই অনুমান সাধারণ খবরের কাগজের বেলায় খাটে। “যুগান্তর” পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বাঙালীর কাছে যপমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। একটি কপি যত্ন করে তুলে রেখে একজন পাঠক যে কতবার পড়ত তার হদিশ নেই বটে তবে এই ধরনের কাগজ রেখে পড়াও একটা ব্যাপার আছে। তাহলে কাগজটির একটি কপির retention value ছিল। সেই নিরিখে এই অনুমান নিছক কল্পনা নয়।

এটি হল একটি দিক। অন্য দিক থেকে দেখলে একথাস্পষ্ট হয যে “যুগান্তর”-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। “যুগান্তর”-এর প্রতি ব্রিটিশসরকারের রোষ দৃষ্টির কথা তাঁদের অজানা ছিলনা। বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারের কাছে দাগী হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এ হেন পরিস্থিতিতে বখন দেখি “যুগান্তর”-এর প্রথম ও শেষ পাতা বিজ্ঞাপনে ঠাসা তখন মনে হয় এই বিজাপনদাতারা ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সামনে এসে বিপ্লব করার মানসিকতা

বা অন্য অসুবিধা থাকলেও তাঁরা অসামান্য সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এই সাপ্তাহিকটিকে সাহায্য করে। একবার নয়, দুবার নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস এরা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন। একই বিজ্ঞাপন বারবার পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট স্থানে ছাপা হয়েছে।

আজকের ভারতীয় বিজ্ঞাপন শিল্পে প্রোফেশানালিজমের দিক থেকে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। উন্নতমানের ছাপা, পত্র-পত্রিকায় রঙ-এর ব্যবহার, টিভি, কমপিউটর বিভিন্ন কৌশল অনেক নতুন নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। সেই তুলনায় শতাব্দীর প্রথম দশকে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিতেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক অসুবিধা ছিল। "যুগান্তর"-এর জন্য যাঁরা বিজ্ঞাপন লিখতেন তাদের দুইটি হাতিরার ছিল।

১। স্বদেশীয়ানা

২। লিখন শৈলী

এই দুইটির তাঁরা চুটিয়ে ব্যবহার করেছিলেন। "বন্দেমাতারম" মন্ত্রের জোয়ার এসেছিল বিজ্ঞাপনে। সিংহভাগ বিজ্ঞাপনের শীর্ষে লেখা হত "বন্দেমাতারম"। এমন কি মেয়েদের ফ্যাশানেও যুগান্তর এনেছিল "বন্দেমাতারম" মন্ত্র। তখনকার দিনের একটি জনপ্রিয় চুড়ির নাম ছিল, "বন্দেমাতরম" চুড়ি ।

"যুগান্তর"-এ বিজ্ঞাপনদাতাদের একটি বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তা হল পাঠকদের, এক্ষেত্রে ক্রেতাদের স্বদেশী পণ্যের সপক্ষে এ্যাটিটিউড বদলের সমস্যা। স্বদেশীয়ানায় বাঙালী তখন টইটুম্বর। স্বদেশী ভাবে বিভোর হয়ে বিলাতী পণ্য বর্জন একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ছিল সেদিন। তবে বিদেশী দ্রব্য বর্জন, বিলাতী ফ্যাশান ত্যাগ এবং তার পরিবর্তে কেবল স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার অর্থ হল, অনেকের ক্ষেত্রে,অনেকদিনের তৈরী অভ্যাস বর্জন এবং প্রয়োজন হলে স্বদেশী পণ্যের মান বিলাতী জিনিসের মানের সমতুল্য না হওয়া সত্ত্বেও বেশ খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করার জন্য মনকে প্রস্তুত করা এবং প্রকাশ্যে তার প্রদর্শণ করা উদাহরণ হিসাবে। অভ্যাস এমনই বালাই যে তা ছাড়া খুব কঠিন। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরের" সন্দীপ প্রকাশ্যে বয়কট নেতা হলেও লুকিয়ে বিলাতী সিগারেট সেবন ছাড়তে পারেন নি।

বিজ্ঞাপন অভ্যাস বদলাতে পারেনা। তবে একটি পণ্যের প্রতি বা একটি সংস্থার প্রতি ক্রেতার এ্যাটিটিউড পালটাতে সাহায্য করে।"যুগান্তর"-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখলে বোঝা যায় যে এই বিরাট সমস্যার কথা বিজ্ঞাপনদাতারা জানতেন এবং লেখার সময় ক্রেতার মনে ঠিকঠাক জায়গায় তাঁদের বক্তব্য পৌছে দিতে পারতেন। আজকে বিজ্ঞাপনবিদ বা পাবলিক রিলেশনস্ বিশেষজ্ঞের মত পরিশিলিত জনসংযোগ, কলাকৌশল তাদের জানা ছিল না, কিন্তু তাঁদের সুবিধা ছিল যে তাঁরা ক্রেতাকূলকে জানতেন। তাদের মানসিক প্রবণতার জরিপ করতে পারতেন এবং চলতি "গরম হাওয়ার" উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারতেন। প্রয়োজনে বিজ্ঞাপনে, নিজের সংস্থা বা দোকানের পণ্যের গুনাবলী বর্ণনা করার পর বিলাতী পণ্যের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করতেও ছাড়েননি। এমনকি কল না পেয়ে অখুসী ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেবার অঙ্গীকার করেছেন।

এ্যাটিটিউড বদলের কাজটি যে কত শক্ত তা বুঝতে পারা যায়। যখন তাঁরা বিলাতী পারফিউম বা এসেন্সের পরিবর্তে আতর, বকুল, জুঁই ইত্যাদির এসেন্স ব্যবহার করতে বলছেন। আজকের দিন হলে অতি সহজেই "হারবাল" যুগ এনে ফেলতে পারতেন টিভি ও রঙিন চলন্ত ও স্থির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। সেই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে বাঙালীর মন গলবেই। বিদেশী বর্জন করে সব কিছু স্বদেশী হতে খুব বেশী দেরী নেই। তাঁরা এও জানতেন যে একবার যদি ক্রেতার এ্যাটিটিউড স্বদেশী পণ্যের দিকে ঘোরান যায় তখন ক্রেতার মনে ইচ্ছা জাগবে একবার পরখ করে দেখতে। বিজ্ঞাপন দোকানের দরজা পর্যন্ত ক্রেতাকে নিয়ে যেতে পারে। কিনিয়ে দিতে পারে না। সেইখানে সব কিছু নির্ভর করে পণ্যের গুণের উপর। সেই জমানার পণ্য প্রস্তুতকারীদের নিজেদের পণ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস ছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখে মনে হয়। আর একটি বিষয় তারা জানতেন যে ক্রেতার মন বড় ঠুনকো। তাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একই নির্দিষ্ট স্থানে বার বার repeat করার প্রয়োজন তাঁরা বুঝতেন।

পরোক্ষ ভাবে অন্য একটি উপকার পেয়েছিলেন বিজ্ঞাপনদাতারা। "যুগান্তর" পত্রিকার আগুন ঝরান লেখাগুলি দেশের স্বাধীনতার জন্য যে এষণা জাগাত তার প্রভাব বিজ্ঞাপিত স্বদেশী পণ্যের উপর পড়ত থাকে brush off effect বলা যায় স্বদেশীয়ানা পাঠকের মনে যত পাকা হয়ে বসে স্বদেশী পণ্যের প্রতি মন ঝোঁকা অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই হওয়া সম্ভব।

"যুগান্তর"-এর বিজ্ঞাপনগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখলে, কয়েকটি ধারা চোখে পড়ে।

১। স্বদেশী শিল্প জাগরণের চেষ্টা : স্বদেশী মনোভাবাপন শিল্পপতি, জমিদার, এমনকি যুবকবৃন্দের উৎসাহে নতুন কোম্পানি গড়ে উঠে। জনসাধারণকে সেই কোম্পানিগুলিতে অংশ নেবার জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়ার বিজ্ঞাপনগুলি এই উদ্যোগ পর্বের সূচনা করে।

২। স্বাধীনতার বীজমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে বই/পত্র পত্রিকা : "মুক্তি কোন পথে," "বর্তমান রণনীতি" দেউসকারের "বাজীরাও, বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতামালা, এ্যান্টিসারকুলার সোসাইটি সঙ্কলিত জাতীয় সংগীত ইত্যাদি অনেক বই এবং পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখা যায়। অনায়াসে সংস্করণ শেষ হত। আবার নতুন সংস্কারণের বিজ্ঞাপন।

৩। কবিরাজী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছায়া যুদ্ধ : কবিরাজী প্রতিষ্ঠানগুলি জনপ্রিয় যুগান্তর: এ বিজ্ঞাপন করতেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট প্রচার করেছিলেন নিজেদের সপক্ষে কায়েমী জনমত গড়ে তোলার জন্য এবং ফলস্বরূপ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য। অল্পকালের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে ছায়া যুদ্ধ বেঁধে ছিল।

৪ | নানা বিধ পণ্যের রিটেল বিজ্ঞাপন : ছোট বড় দোকানগুলিও বিজ্ঞাপনে নেমে পড়েন স্বদেশীয়ানার পতাকা তুলে। উদ্দেশ্য নিজেদের দৌকানগুলিতে কাসটোমার ট্রাফিক বাড়িয়ে তোলা।

নিত্য ব্যবহারের পণ্য

৫। বিজ্ঞাপনে সেলস-প্রমোশন/কনজুমার অডিট : ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্য বিনামূল্যে পুরস্কার ঘোষণা, ধারে জিনিসপত্র দেওয়া, এমনকি অতি আধুনিক ক্রেতা গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

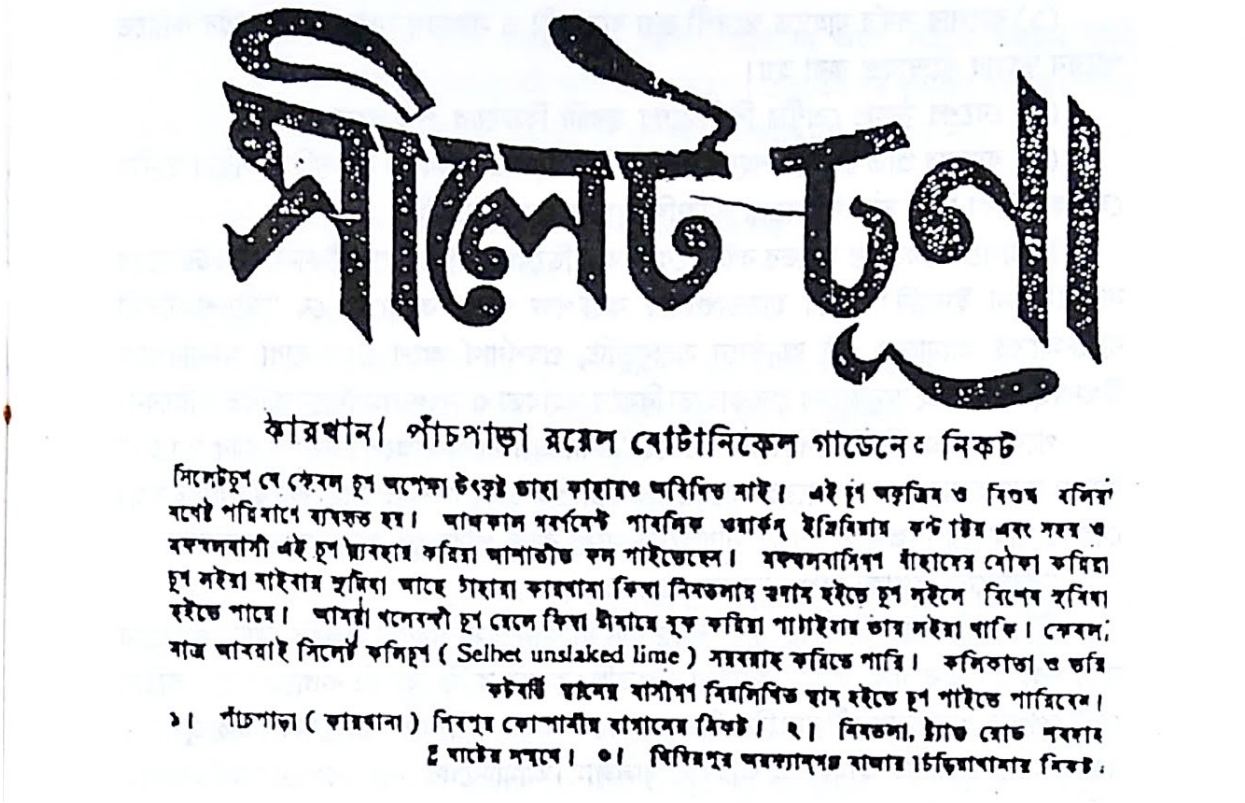

৬। কর্মখালি। অন্যান্য টুকরো বিজ্ঞাপন কোথাও কাজের সুযোগ, কোথাও তেজবতী কারবার চলছে, কেউ নিখোঁজ হয়েছে। কাজের সুযোগের বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে আছে বিপ্লবের সৈনিক সংগ্রহ করার জন্য অভিনব বিজ্ঞাপন।

৭। সন্ন্যাসী, ফকির, মাদুলী তাবিজ : কবিরাজও যখন হাল ছেড়ে দিতেন তখন সব আশা দৈব, মাদুলী, সন্ন্যাসী প্রদত্ত ওষুধ। এসবেরও প্রচুর বিজ্ঞাপন হত। কেউ কেউ বিনামূল্যে বিতরণ করতেন।

এবার প্রত্যেক গ্রুপ থেকে কয়েকটি বিজ্ঞাপন আলোচনা কার যাক।

স্বদেশী শিল্প জাগরণের চেষ্টা
ছাত্রভাণ্ডার
জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ

ছাত্রমন্ডলী ও যুবকবৃন্দের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হল ছাত্রভাণ্ডার লিমিটিড। ১৭ই ভাদ্র রবিবার ১৩১৩ সালে, ইংরাজী ২ রা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে শেয়ার ছাড়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। প্রতি অংশের মূল্য ৫ টাকা ৪০০০ অংশে বিভক্ত টাকা এককালীন দেয়।

ধনী, মধ্যবিত্ত ছাত্র, যুবক, কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক যাতে কোম্পানীর অংশীদার হতে পারেন তার জন্য প্রতি অংশের মূল্য মাত্র ৫ টাকা রাখা হয়েছে।

এই লিমিটেড কোম্পানীর উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

(১) বাংলার সর্বত্র যাহাতে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ সূলভ মূল্যে খরিদ করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা হয়।

(২) দেশের সকল শ্রেণীর শিল্পীগণের দ্রবাদি বিক্রয়ের পথ প্রশস্ত করা।

(৩) বাংলার প্রতি জেলার শহরে ও পল্লীগ্রামে স্থানীয় লোককে উৎসাহিত করিয়া স্থানীয় লোকের টাকা দ্বারা ছাত্র-ভান্ডারের এজেন্সি স্থাপন করা। ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনে সবিস্তারে লাভের বন্টন, বোর্ড অব ডিরেক্টারগণের নাম ঠিকানা, অডিটরগণের নাম ঠিকানা ইত্যাদি। শেষে ছাত্রভান্ডারের কর্তৃপক্ষ আশা করেছেন যে "স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে সহানুভূতি, প্রদর্শণার্থ অংশ গ্রহণ দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত এবং এই অনুষ্ঠানের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে সহাবতা ও সৎপরামর্শদানে বাধিত করিবেন।"

পরে আর একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে "এখন অল্প সংখ্যক অংশ ক্রিয়ার্থে বাকি আছে।" আরও বলা হয়েছে যে ভান্ডারের আয়ের শতকরা ৩০্ টাকা দেশ হিতকর কার্যে ব্যয়িত হয়।দেশের যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচার কল্পে প্রতিষ্ঠিত।

"আমাদের কাগজ সম্পূর্ণ ভারতে প্রস্তুত।

টিটাগড়মিলের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া আমরা সর্বোৎকৃষ্ট বিলাতি নোট পেপারের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার কাগজ তৈয়ারি করাইয়া লইতেছি।কয়েক ব্যক্তি বিলাতি কাগজে প্রস্তুত করিয়া নোট পেপার প্রভৃতি স্বদেশী নাম দিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই জুয়াচুরি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যই আমরা এই কারখানা খুলিলাম।আমাদিগের নোট পেপারে বিলতি কাগজ বাহির করিতে পারিলে ১ হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিব। এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ১৯শে জৈষ্ঠ্য, রবিবার ১৩১৪ সাল, ২ রা জুন, ১৯০৭ সাল।

বন্দেমাতারম দৈনিক

শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ অনুসারে 'বন্দেমাতরম'-কে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসাবে রেজিস্ট্রী করা হল ১৩ ই অক্টোবর ১৯০৬ সাল, ১৮অক্টোবর ১৯০৬ সালে কাগজটিকে আরও বড় আকারে ছাপার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বড় আকারে "বন্দেমাতরম" প্রকাশিত হল ১ লা নভেম্বর ১৯০৬ সালে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

বন্দেমাতরম

মফস্বলে বাৎসরিক ১৫্ টাকা কলিকাতায় বাৎসরিক ১০্ টাকা।

নবতন্ত্রের মুখপত্র ইংরাজ দৈনিক বন্দেমাতরম্ ১ লা নভেম্বর হতে বিরাট আকারে বাহির হইতেছে। এই বন্দেমাতরম ভারতের বিশাল নবতন্ত্রের তান্ত্রিক সকলকে একতাবদ্ধ করিবে।বন্দেমাতরম শিখাইবে যে, ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই, ইংরাজের নহে। কে কোথায় শক্তিতন্ত্রের তান্ত্রিক আছেন, আসুন, বন্দেমাতরম পতাকাতলে একত্রিত হউন।

যে ভারতবাসী জাগিয়াছেন, যে স্বদেশ-সন্তান জননীর সেবা করিতে চাহেন, তিনি বন্দেমতরম পাঠ না করিয়া নিত্যকর্ম করিবেন না। বন্দেমাতারম কোম্পানি লিমিটেড অর্দ্ধ লক্ষ

টাকা লইয়া, এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। যিনি শেয়ার বা অংশ লইতে চাহেন তিনি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন। প্রতি অংশের মূল্য ১০্। ভারতের দূর দুরান্তর হইতে শেয়ার আসিতেছে, বঙ্গবাসী এ মহাকার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে পরাঙমুখ হইবেন না।

দি কমলা মিলস্ লিমিটেড
মূলধন ১,৩০,০০০, ২৫্ টাকা ৫২.০০ শেয়ারে বিভক্ত
দরখাস্তের সময় - ৫্ প্রতি শেয়ার
রেজিস্ট্রির পর - ৫্
আরও তিনবারে প্রতি শেয়ারে ৫্ টাকা করিয়া ১৫্ টাকা দিতে হয়।

৯ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক। জমিদার
ব্যাংকার : মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
প্রসপেকটস ও দরখাস্ত প্রেরণ করা হয় লিখিলে
দি স্বদেশী ষ্টীম ন্যভিগেসন কোং লিমিটিড

শেয়ার ছাড়ার বিজ্ঞাপন মূলধন দশ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশ ২৫ টাকা হিসাবে চল্লিশ হাজার অংশে বিভক্ত। ভারতবর্ষ, সিংহল এবং এশিয়ার অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী ভিন্ন আর কোন স্থানের অংশ গ্রহণ করা হইবে না।

বর্তমানে কোম্পানি টিউটিকোরিণ হইতে কলম্বো পর্যন্ত যাত্রীসহ মালজাহাজ চালাইতেছেন। কোম্পানী এই ব্যবসায়ের লাভ বিষয়ে দৃঢ় আস্থাবান, এবং আশা করেন যে মূলধনের প্রতি একশত টাকায় একশ টাকাই (cent percent) লাভ দিতে পারিবেন।

কোম্পানী এক্ষণে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্যন্ত জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এ জাহাজে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বন্দরে যাত্রী ও মালের আদান প্রদান করিবেন।

এই কোম্পানির ষ্টামারে কোন বৈদেশিক লস্কর বা কর্মচারী রাখা হইবে না।

The Northern Sircar’s Life Assurance Co. Ltd.

দেশীয় মূলধনে ও দেশীও লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। হেড অফিস ভিজাগাপট্টম। এই স্বদেশী কোম্পানীতে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের জীবন ১৬ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট ব্যতীত মাসিক ১্ প্রিমিয়ামে উর্ধ্ব সংখ্যা ১০০০ টাকার জন্য বীমা করা হয়।

বঙ্গদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং আমাদের সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। উচ্চাহারে কমিশন দেওয়া হবে। আসাম-বেঙ্গল চীফ এজেন্টস্,
(বাণীয়াড়া ভায়া জয়মণ্ডপ (ঢাকা)

ইন্ডিয়ান ফ্লাওয়ার্স পারফিউমারী
চ্যাটার্জী এন্ড কুণ্ডু কৃত
বহু অর্থ ব্যায়ে, এই স্বদেশী পারফিউমারী প্রস্তুত করিয়াছে। এই এসেন্সগুলি বিলাতি

সর্বশ্রেষ্ঠ এসেন্স অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, অথচ মূল্য যথাসভব অল্প। ব্যাবহারে বিশেষ আমোদ পাইবেন।

বকুল, খসখস, মতিয়া, চেরী, চামেলী হোয়াইট রোজ ইত্যাদি ছাড়া একটি এসেন্সের নাম "এসেন্স দিলদরিয়া"। স্বদেশী পমেটম ও আছে।

শ্রীকালীশঙ্কর শুকুল, এ. কে.

অনঙ্গ বিলাস সোপ ফ্যাক্টারীর সাবান।

সাবানগুলি একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন

ইহাতে চুণ চর্বি, শরীরের অপকারী কি হিন্দু মুসলমানদের ধর্ম বিরুদ্ধ কোন জিনিস আদৌ নেই। খাঁটি স্বদেশী আতর দ্বারা সৌরভিত হইয়াছে, কাশীধামের জাতীয় মহামেলা হইতে প্রশংসা পত্র পাওয়া গিয়াছে। সাবান গায়ে দিলে শরীর চট্ চট কিম্বা খসখস করেনা, চামড়া খুব মসৃণ রাখে।

আর একটি বিজ্ঞাপন

১৫০্ টাকা মূলধনে মাসিক ৫০্ টাকা আয়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া হোসিয়ারি

মোজা, গেঞ্জি, কমফটর ইত্যাদি সরঞ্জাম সহ ঐ সকল দ্রব্যাদি বয়নের কল, উল সুতো অতি সুলভ মূল্যে এখানে বিক্রয় হয়। তাহার কলগুলির দাম, ছুঁচের দাম, মোজা, গেঞ্জি উল ও সূতার দাম দেওয়া আছে তাছাড়া কমিশন আছে যেমন ১টি কল, লইলে শতকরা ১০্ ৩টি একসঙ্গে লইলে শতকরা ২০্ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

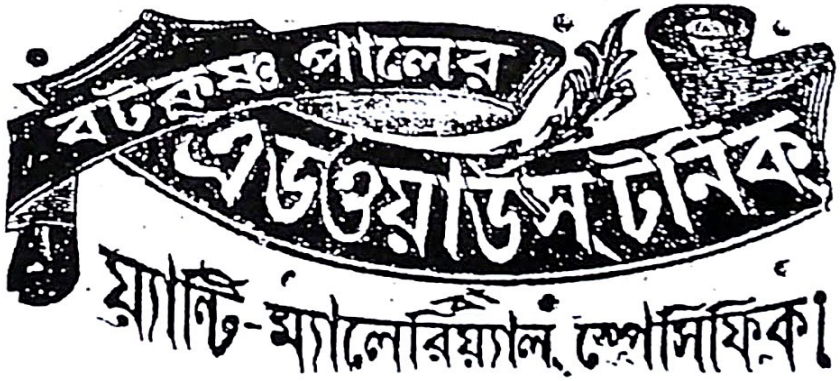

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমন আশু-শান্তিকারক
মহৌষধ আবিস্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরিক্ষিত।

একজন লোকে একটি কলে ১ দিনে ১ ডজন হইতে ২ ডজন মালে প্রস্তুত করিতে পারে। সঙ্গে শিক্ষা পুস্তক দেওয়া হয়। বিনা শিক্ষকের সাহায্যে কেবল মাত্র শিক্ষা পুস্তক দেখিয়া কাজ শিক্ষা করা যায়।

গর্ভনমেন্ট পাবলিক ওয়াকর্স ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাকটর এবং শহর ও মফস্বলবাসীদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন।

সিলেট চুনের কারখানার বিজ্ঞাপন (Selhet unslaked lime)। কারখানা পাঁচপাড়া রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনের নিকট।

সিলেট চুন যে কেবল চুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই চুন অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আজকাল গবর্ণমেন্ট পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাকটর এবং শহর ও মফস্বলবাসী এই চুণ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইতেছেন। মফস্ফলবাসিগণ যাঁহাদের নৌকা করিয়া চুন লইয়া যাইবার সুবিধা আছে তাঁহারা কারখানা কিম্বা নিমতলা গুদাম হইতে চুন লইলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে । আমরা থলেবন্দী চুন রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া পাঠাইবার ভার লইয়া থাকি। কেবল মাত্র আমরাই সিলেট কলি চুন (Selhet unslaked lime) সরবরাহ করিতে পারি কলিকাতা ও তার নিকটবর্তি স্থানের বাসীগণ নিম্নলিখিত স্থান হইতে চুন পাইতে পারেন। তারপর তিনটি ঠিকানা দেওয়া আছে।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এই বিজ্ঞাপনটিতে মূলধন রিজার্ভফান্ড (কোম্পানির কাগজে হেড অফিস, সারা দেশে শাখাগুলি সব এজেন্সী ইত্যাদি দেবার পর নির্দিষ্ট গচ্ছিত ধন দীর্ঘকাল বা অল্পকালের জন্য নিম্নলিখিত সুদে ডিপজিট রাখা হয়।

১২ মাসের জন্য গচ্ছিত ডিপজিট শতকরা ৪ টাকা ৪ আনা
৮ মাসের জন্য গচ্ছিত ডিপজিট শতকরা ৪।
৪ মাসের জন্য গচ্ছিত ডিপজিট শতকরা ৩।
এছাড়া ঋণ ও নগদ ধার দেওয়া হয়।

তামাক প্রভৃতি গুঁড়ণ কল

তামাক, যে কোন গাছ গাছড়া, মশলা প্রভৃতি গুঁড়াইবার বা নস্য প্রস্তুত জন্য মিহি রূপে, তামাক গুঁড়াইবার ও কবিরাজি মশলা প্রভৃতি। অধিক পরিমাণে গুঁড়াইবার জন্য ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলছেন, নিজের খরচায় মাল পাঠাইলে ফেরত নেবার সময় একবারের গাড়িভাড়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনদাতা শ্রী বি, মুখার্জি নিজ তত্ত্বাবধানে বিশেষ যন্ত্র লইয়া গুড়ণ করান। চাকরের দ্বারা মালের কোন গোলযোগ এখানে ঘটেনা।

বেকারের মাথা

কেবল চাকরী চাকরী করিয়াই পা গেল, কিন্তু যে কোন বেকার যুবক নিম্নলিখিত পুস্তক দুইখানি পড়িবে সে কখনই চাকরী চাহিবে না।

“সিক্রেট বিভিলার ৫০০ প্রকার বাজার চলিত দ্রব্য প্রস্তুতের বৃহৎ পুক্তক। মূল্য কাপড়ে

বাঁধা ২ টাকা ৪ আনা কিন্তু স্বদেশ সেবকের জন্য ১ টাকা ৩ আনা।

"সিক্রেট অফ ও নিউট্রেড" অভিনব আমেরিকান অর্থকরী ব্যবসায় শিক্ষার পুস্তক, সামান্য পুঁজিতে ঘরে বসিয়াই কাজ চলে। কাপড়ে বাঁধা স্বর্ণাক্ষরে মূল্যে ১্ এক টাকা স্থলে দশ আনা। ডাঃ মাঃ ও ডিঃ পিঃ স্বতন্ত্র এন, মুখার্জি ৯/১, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন কলিঃ

স্বদেশী দ্রব্যের ক্যাটলগ

পত্র লিখিলেই নানাবিধ স্বদেশী দ্রব্যের ও আমাদিগের জগদ্বিখ্যাত কেমিক্যাল স্বর্ণের গহনার সচিত্র ক্যাটলগ পাঠাইয়া থাকি। কে স্মিথ এণ্ড কোং ৩৪৪ নং আপার চিৎপুর রোড বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিপ্লবের বীজমন্ত্র - বই পত্র-পত্রিকা।

১। মুক্তি কোন পথে। প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম বৎসরের যুগান্তর থেকে বাছাই করা প্রবন্ধ গুলি আছে এই বইটিতে । ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল ঘুচিয়ে জাতীয় মুক্তির পথ নির্দেশ। ৭ই এপ্রিল ১৯০৭ সাল।

২। ২রা জুন ১৯০৭ সালে বিজ্ঞাপনের ঘোষণা মুক্তি কোন্ পথের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংস্করণ সমস্তই নিংশেষিত।

৩। তার পরের বিজ্ঞাপন - ৪ খন্ডে যুগান্তর থেকে পুনমুদ্রিত মুক্তি কোন পথে প্রকাশিত হয়েছে।

৪| শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রাণীত বাজীরাও-এর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সংস্করণে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনেক নূতন কথা, প্রাচীন ও বর্তমান যুদ্ধনীতি বিষয়ে তত্ত্ব আলোচনা।

৫ | নবযুগের নতুন কাগজ বন্দেমাতরম এর বিজ্ঞাপন স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের
লেখা নবভাব বা New Thought এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের নাম দেওয়া হয়নি বিজ্ঞাপনে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে বাৎসরিক দেয় ১০্ মফস্বলের জন্য ১৫্। শহর নগদমূল্য ১০্ ও মফস্বলের নগদ মূল্য দেওয়া আছে।

৬। বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস - বাঙ্গলার নিজের জাতীয় ইতিহাস।

৭। আনন্দ মঠ মহাবিতরণের বিজ্ঞাপন কেবল আট আনায়। সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর যুগলাঙ্গুরীর, ললিতা ও মানস ও বঙ্কিমের নানা গীত সংগ্রহ।

৮। ভারত চিত্র-নূতন আকারে পাক্ষিক।

৯। জাতীয় সঙ্গীত য়্যান্টি সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত ৮ই বৈশাখ, রবিবার ১৩১৪ সাল, ইংরাজী ২১শে এপ্রিল ১৯০৭ সালের সংখ্যায় তিনটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি এইরূপ ;

রণনীতি! শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য বার আনা। ইহাতে যে তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কতকগুলি উল্লেখ করা হইল

১। এ যুগের অস্ত্রের পরিচয়, ২। সজ্জা ও বাহিনী বিভাগ , ৩। বাহিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয়, ৪। নিয়ন্তা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রনীতি, ৫। সমর-ক্রিয়া কৌশল, ৬। অব্যবস্থিত সমর। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

যাহারা একত্রে অধিক সংখ্যক রণনীতি ক্রয় করিতে চাহেন তাহারা ২৫শে বৈশাখের মধ্যে অর্ডার দিন, নহিলে পাওয়া দুর্ঘটনা হইবে।

সাইজ ৪ ১/২" x ২" কলম। চারিদিকে সুন্দর বর্ডার দেওয়া এবং প্রথম পাতার ঠিক মাঝখানে বসান আছে যাতে পাঠকের দৃষ্টি সরাসরি আকর্ষণ করা যায়।

এই বিজ্ঞাপনটির নিচেই প্রকাশিত হয়েছে ২ ১/২" x ২ কলম সাইজে বন্দেমাতরম পত্রিকার বিজ্ঞাপন।

নব যুগের
নূতন কাগজ ।
বন্দেমাতরম্।

প্রতি দেশচর্য্যপরায়ণ সন্তানের নিত্য পাঠ্য। বঙ্গের অতিশয় কৃতী লেখকগণ ইহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে রাজনীতির আলোচনা করিয়া থাকেন। "স্বায়ত্ব শাসন" সম্বন্ধে একটি অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে, নবভাব বা New Thought শীর্ষক স্তম্ভের রচনা বিশেষ সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ। আশা করি বঙ্গে আবাল বৃদ্ধের গৃহে গৃহে ঊষালোকর সহিত বন্দেমাতরমের বার্তা প্রবেশ করিয়া তথায় দেশ-ধর্মের অচল আসন গর্বিত হইবে । কলিকাতার গ্রাহকগণের বাৎসরিক দেয় ১০্ মফস্বলের জন্য ১৫্। শহর নগদ মূল্যে ১০, মফস্বল ১৫।

কার্য্যালয়ের ঠিকানা-২/১ ক্রীক রো, কলিকাতা।

প্রথম পাতার শেষ কলামে উপর দিকে "মুক্তি কোন পথে" বইটির বিজ্ঞাপন। বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মুক্তি কোন পথে।
দ্বিতীয় সংস্করণ
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রথম সংস্করণ সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে। ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পুস্তকখানি ২ খণ্ডে বিভক্ত, ১০০ পৃষ্ঠার উপর। ১ম খণ্ডে প্রবন্ধগুলি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়েছে যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় ভারতের দাসত্ব ঘুচিয়া কোন্ পথে জাতীয় মুক্তি আসিতে পারে। ২য় খণ্ডে অপেক্ষাকৃত সহজ মনোরঞ্জন প্রবন্ধগুলি এরূপভাবে সাজান হইয়াছে যাহাতে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হয়। মূল্য প্রথম খণ্ড ২. দুই আনা। ২য় খণ্ড একআনা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিগণ ২৯ নং পার্ক ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্তীর নিকট পত্র লিখুন। কলিকাতার গ্রাহকগণ ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন, যুগান্তর অফিসে অর্ডার দিবেন।

এই সংখ্যার চতুর্থপাতায় দেখা বায় সখারাম দেউস্কদের বাজীরাও বইটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটির সাইন. ৩" x ১ কলাম।*

প্রকাশিত হইয়াছে।
শ্রীসখারাম দেউস্কর প্রণীত।
বাজীরাও।
দ্বিতীয় সংস্করণ।

বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত প্রায়

৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সংস্কারণে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনেক নূতন কথা ভিন্ন প্রাচীন ও বর্তমান যুদ্ধনীতি বিষয়ে বিবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এই নূতন। কলিকাতার সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, ছাত্রভান্ডর ১১৩ নং হ্যরিসন রোড ও যুগান্তর অফিসে প্রাপ্তব্য।

১লা বৈশাখ রবিবার, ইংরাজী ১০ এপ্রিল ১৯০৭ সালের সংখ্যায় চতুর্থ পাতায় ৩$^{১}/_{২}$ x ২ কলাম সাইজে য়্যান্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত “জাতীয় সঙ্গীত” বইটির বিজ্ঞাপন।

জাতীয় সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও য়্যান্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাংলার স্বদেশ ভক্ত ও বালকবৃন্দ দলে দলে যে গান করিয়া সকালে সন্ধ্যায় পল্লীবাসীর ও নগরবাসীর প্রাণে স্বদেশী ভাব জাগাইয়াছেন ও প্রত্যহ নূতন তেজ ও নবীন উৎসাহ ও নব নব আশার সঞ্চার করিয়াছেন। সেই সকল সঙ্গীত এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের উদ্দীপনা শক্তির প্রভাবে বাঙালী আজও বিলাতি বর্জন প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিয়াছে। বাংলার যুবকবৃন্দের সর্ব প্রধান অগ্রনী, জাপান প্রত্যাগত স্বদেশ হিতৈষী স্বর্গীয় মহাত্মা রমাকান্ত রায়ের সুন্দর হাফটোন প্রতিকৃতি ও কলিকাতার প্রধান প্রধান সমিতি ও গায়কদিগের গান সহ। পুস্তকের সৌন্দর্য্য ও সুলভ মূল্যের জন্য সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন।

“বেঙ্গলী বলেন বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক খানি রাখা কর্তব্য। যাহাতে সকলেই এই পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য মূল্যতিন আনা করা হইয়াছে পুস্তক প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বদেশ প্রেম পরিবর্দ্ধন। বহি বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার জন্য প্রকাশ করাহয় নাই। প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ আছে।

এই সংখ্যাতেই ২” x ১ কলম। বিপিন চন্দ্র পালের বক্তৃতা এবং রচনা থেকে একটি সংঙ্কলনের বিজ্ঞাপন ইংরাজীতে।

Just out ! Just out!
The new spirit
about 260 pages
Being selection from the writings
and
speeches of
Bipin Chandra Pal
Price one Rupee four Annas Only
Sinha Sarbadhikari & Co.
Book sellers and Publishers
3/2, College Street, Calcutta

ভারত চিত্র
দেশের অবস্থা ও ইতিহাসাদি
আলোচনাই ভারত চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।
বঙ্গভাঙ্কর মাসিক পত্র
|| ওহম || বিনয়পত্র সংখ্যা ১
বিনয়পত্র সংখ্যা ১

নমস্তে মহাশয়, বৈশাখ হইতে বঙ্গভাস্কর নামক মাসিকপত্র ও সমীক্ষা প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত অঙ্গে বেদ মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর প্রার্থনা সমাহাত্য গায়ত্রী বিচার,বীরকেশরী ভীষ্ম চরিত, উপনিষদ

শব্দের বিজ্ঞান, এই প্রবন্ধ চতুষ্ঠা অবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বেদের বঙ্গানুবাদ বিস্তৃত সুখবোধ্য ভাষায় প্রকাশিত হইবে। এবং দ্বৈত অদৈত বাস, আস্তিক নাস্তিক মত, সৌর, শৈব, শাক্তব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, মহম্মদীয়, খ্রীষ্টয় আদি মত মতান্তরের পূর্ণ মীমাংসাকরণ প্রবন্ধ থাকিবে। ধর্মের ভিতর দিয়া কিরূপে একতা স্থাপিত হয় তাহাও ইহার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। অতিব ষড়দর্শনের বিবাদ নির্মূল করিয়া বেদানুকুলতায় উহা সরল ভাষায় অনুবাদিত হইবে। জ্যোতিশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ, ও উপনিষদ্ যাদিও বৈদিক ব্যাখ্যা সুগমভাবে প্রকাশিত হইবে। যদিও আজকাল উপনিষদগুলির বঙ্গানুবাদ হইতেছে।কিন্তু সেগুলি সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট অথবা বিকৃত এবং অস্পষ্ট, আমরা যথা সাধ্য এ সকল দোষ পরিহার করিয়া সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান প্রকাশ করিব।তথা, বেদ, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি সৃষ্টি, প্রলয়, স্বর্গ-নরক, পাপ, পুণ্য, তীর্থ, ধর্ম, পূজা, স্তুতি, উপাসনা, প্রার্থনা, যোগ, উপাসনা প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিবে, তথাচ, বৈদিক কালের আচার ব্যবহার রীতি নীতি, ধর্ম, একতা, সাধারণ তন্ত্র, রাজধর্ম, সৈন্য চালনা, দত্তনীতি, মিউনিসিপ্যালিটি, বৈদ্যুতিক, ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, দুর্গ নির্মান; নৌ বিমান বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চা প্রভৃতি বিষয় কিরূপ উন্নতি ছিল তাহার বিবরণ প্রকাশও ইহার অঙ্গীভূত। বিশেষতঃ ইহা ভারতীয় ধর্ম ও বণাচার্য্যগণের শিক্ষা সহ জীবনী দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। পরন্তু যাহাতে ভারতীয়গণ সুস্থ, সবল, দৃঢ় পরাক্রমী, দীর্ঘজীবী ঐশ্বর্য্যবান্, ও সুখী হইতে পারেন তদ্বিরক প্রবন্ধাদি বেদ, বেদাস্ত দর্শন, স্মৃতি আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থ হইতে ক্রমশঃ ইহাতে প্রকাশিত হইবে।যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব ও বঙ্গের সুপ্রদ্ধি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসগণ এই পত্রের স্তম্ভ স্বরূপ । বলা বাহুল্য ইহা পাবে সৎসঙ্গ ও ব্রহ্মযজ্ঞের ফল লাভ হইবে। সর্বত্র ব্যাখ্যাদি সহ বার্ষিক মূল্য ১্ টাকা। নমুনা সহ ব্যয় দশ আনা।

পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর শর্মা
জেলা হুগলি, ভায়া পান্ডুয়া

সুমতি প্রেস ডিপোজিটারী
৫নং রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা

এখানে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাওয়া যায় :-

ছত্রপতি শিবাজী.... মূল্য ১ টাকা ৮ আনা
রাজা সীতারাম রায়... মূল্য ১ টাকা ৪ আনা
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত.... মূল্য ১ টাকা ৪ আনা
দেশের কথা .... মূল্য ১ টাকা ৪ আনা
জালিয়াৎ ক্লাইভ... মূল্য ৮ আনা
বর্ত্তমান রণনীতি..... মূল্য ৮ আনা
বাজীরাও..... মূল্য ৮ আনা
Newsprint:.... মূল্য ৮ আনা

কাশীর রাজকুমার .... মূল্য ৮ আনা
Swaedeshi Casi..... মূল্য ৮ আনা
বক্ষচর্য্য.... মূল্য ৪ আনা
স্বদেশীর প্রাতঃকৃত্য ... মূল্য ৩ আনা
উদ্বোধন সঙ্গীত .... মূল্য ৩ আনা
কৃষকের সর্বনাশ... মূল্য ৩ আনা
কারাগারে বিপিনচন্দ্র
পরলোকে ব্রহ্মবান্ধব... মূল্য ৩ আনা
বর্ত্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন।
সোনার বাংলার গান...
জাতীয় সমস্যা... |.
বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা...
ইসলাম ও ইংরাজ

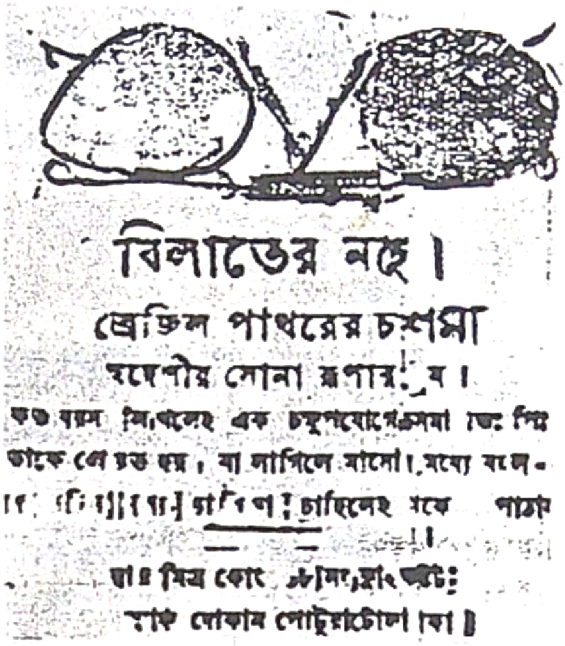

আত্মোপলব্ধি
না জন্মিলে জাতীয় উন্নতি হয় না। বাঙ্গালাই নিজের জাতীয় ইতিহাস পাঠ কর তবে মানুষ হইতে পারিবে।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস

(যন্ত্রস্থ)

ইহাতে বঙ্গের বীর ধার্মিক, দেশহিতৈষীর ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক গ্রামের এমন কি প্রত্যেক পল্লীর প্রসিদ্ধ বংশের জীবনী প্রকাশিত হইবে। জীবনী প্রকাশিত হইবে। জীবনী প্রকাশেচ্ছুকগণ রিপ্লাই পোষ্টকার্ড কিম্বা অর্ধ আনা ষ্ট্যাম্প সহ লিখিলে জানিতে পারিবেন।

মহাবিতরণ

বালক, যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী, সকলেই পাঠ করুণ স্বদেশের জন্য মঙ্গল গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক - বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মহা উপন্যাস।

আনন্দমঠ

আজ পৃথিবীর সর্বত্রে আনন্দমঠের প্রসার, ইংরাজী ভাষায়, জার্মান, ফরাসী- ফ্রেঞ্চ ভাষায় আনন্দমঠের অনুবাদ করিতেছেন। গুজরাটী, মারাঠা, তৈলঙ্গী, দেবনাগর, পারসী কোন ভাষায় আনন্দমঠ নাই আজ সেইজন্য মূল গ্রন্থ - বঙ্কিমের শেষ সংশোধিত আনন্দমঠের আমরা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিব। কেবল আট আনায় আনন্দমঠ পাইবেন। ব্যাপার দেখুন, আবার সেই সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর ৩ খানি পুস্তক উপহার ।

১। মধুর উপন্যাস - যুগলাঙ্গুরীয়

২। ললিতা ও মানস

৩। বঙ্কিমের নানা গীত সংগ্রহ।
উক্ত ৩ খানি পুস্তক একত্রে কেবল আট আনায় পাইবেন। ৬ঃ মাঃ ৩ আনা!

বসুমতি পুস্তক বিভাগ
গ্রে স্ট্রীট

নৃতন আকারের পাক্ষিক
ভারত চিত্র
“নবতন্ত্রের প্রচারের একমাত্র পাক্ষিক পত্র"

কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতকারকদের
মধ্যে ক্রমবর্ধমান ছায়াযুদ্ধ

একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়েই আরম্ভ করা যাক। বিলাতি ওষুধ বর্জন করে কবিরাজী ওষুধ সেবন করতে উপদেশ দিয়ে কবিরাজ অন্নদাবাবু বলছেন যে আমাদের শরীরে ইংরাজি ওষুধ সহ্য হয় না বরং বিষের কু ক্রিয়া হয়। এই বিজ্ঞাপনটি ইংরাজী ওষুধ পরিত্যাগ করে কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করার সপক্ষে মূল বক্তব্যটি ধরে দিয়েছেন।

অন্নদাবাবু বিলাতি বিষের শত্রু। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঔষধালয়ের ঠিকানা ২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ইনি কবিরাজী চিকিৎসায় অতি সুদক্ষ ও কৃতী ব্যক্তি। ইহাকে অনেক দুঃসাধ্য রোগের আশু উপসম করিতে দেখিয়া আমরা বড় খুশী হইয়াছি।

ইংরাজী ঔষধ হিন্দুমাত্রের সেবন করা উচিত নয় ; কারণ অধিকাংশ ইংরাজী ঔষধ বিষ, যাহারা অপরিমিত মদ্য মাংস দুগ্ধ আহার নিত্য করে, তাহাদের শরীরে এই বিষ সহে। অব্যর্থ কবিরাজী ঔষধ থাকিতে ধর্ম্ম প্রাণ স্বদেশী হিন্দু বিলিতী বিষ সেবন করিবেন না।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন কবিভূষণ
পোষ্ট রাজাপুর ; জেলা পাবনা

বড় বড় টাইপে প্রথমেই লেখা

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

নতুন-পুরাতন ম্যালেরিয়া, পালা, কুইনাইন-আটকান ইত্যাদি সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য প্রতি কৌটা ১ টাকা। তখনকার তুলনায় দামটি বেশী। অন্যান্য ওষুধের বিজ্ঞাপন আছে “পাচড়া বিজয়” - শিশুদের চুলকানি, পাঁচড়া, ঘামাচি ইত্যাদির জন্য।

হিন্দু ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর বড় বিজ্ঞাপন ৪টি ওষুধের বিস্তারিত বর্ণনা।

স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ
শ্রীযুক্ত অননদাপ্রসন্ন রায় বিদ্যাভূষণ
আয়ুর্বেদ সঞ্জীবন ঔষধালয়ের লম্বা বিজ্ঞাপনে

দেবাদিদেব মহাদেব কথিত মোদক থেকে আরম্ভ করে সহস্রবার পরীক্ষিত অদ্বিতীয় মহৌষধের বিজ্ঞাপন আছে।

স্বর্গীয় কবিরাজ নিশিকান্ত সেন কবিভূষণের আবিষ্কৃত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি ওষুধের বিজ্ঞাপন। কবিরাজ নিশিকান্তের সুযোগ্য পুত্র এই উষধালয়ে সমস্ত ঔষধই পূর্ববৎ বিশুদ্ধ প্রস্তুত করেন।

চক্রপানি টীকাসহ চরক সংহিতার
বিশুদ্ধ সংস্করণ
প্রকাশক সেই সর্বজন পরিচিত সুবিখ্যাত
কবিরাজ
শ্রীহরিনাথ বিশারদ পরিচালিত
আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর ঔষধালয়
হইতে
কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
কতৃক আবিস্কৃত
সর্বপ্রকার বাত রোগের অব্যর্থ মহৌষধগুলির দীর্ঘ-বিজ্ঞাপন।
তেমনি লম্বা বিজ্ঞাপন শ্রীদীননাথ দাস ও
মায়াপুর রসায়ন-এর কলিকাতা শাখার বিজ্ঞাপন

আপনাদেরই অনুরোধে কবিরাজ শ্রেষ্ঠ স্বগীয় রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাত্মার ৪০ বৎসরের স্থাপিত মায়াপুর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়ের শাখা কলিকাতায় স্থাপন করিলাম।

ডাক্তার জেমস মেজর এম, এ, এস, ডি, মহোদয় আবিস্কৃত
ইলেক্ট্রো সার্শা প্যারিলা প্রত্যেক শিশি ২ টাকা। প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

হিন্দু ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
(বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধালয়)

আমাদের পরীক্ষিত কয়েকটি অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধের বিবরণ ।
৮টি ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যথা :

১। প্রমেহারি : গনোরিয়া ও প্রমেহের অমোঘ ঔষধ।
২। মহাদেব সালসা : রক্তপরিস্কারের পক্ষে মহৌষধ।
৩। অমৃত খণ্ড : অম্লপিত্ত ও শূল রোগের মহৌষধ।
৪। বৃহৎ সোমরাজী তৈল : চর্ম্মরোগের প্রতিকার
৫| বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত : স্নায়বিক দৌর্বল ঘটিত যাবতীয় পীড়া, হিষ্টিরিয়া।
৬। চ্যবন প্রাশ : কাশ, শ্বাসআদির মহৌষধ।
৭। মহাকামেশ্বর মোদক : রতিশক্তি বৃদ্ধি ও গহনী রোগের মহৌষধ।
৮। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল : কনকনে বাত, গেঁটে বাতাদির মহৌষধ।

তদ্ধাতীত অন্যান্য কবিরাজী ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়।

“একবার আমাদের ঔষধ অন্য ঔষধের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।”

ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ সান্যালের কৃত
সিভিল সার্জন ও আসিস্টেন্ট সার্জেনগণের
দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত
সবাদিত
দন্ত ধাবন চূর্ণ
কুণ্ডলা
অতি মনোহর সুগন্ধি তৈল
এবং
বতি বিলাস
বা
গোল্ডেন পিল
ধাতু দুর্বল ও বীর্য্যস্তম্ভের মহৌষধ।

কলকাতার এজেন্ট : ছাত্র ভান্ডার। পাবনার তিনটি এজেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপনে।

শ্রীদীননাথ দাস ও শ্রীরূপচাঁদ তন্ত্রের
দেশ বিখ্যাত
কর্ণরোগের একমাত্র অব্যর্থ
কর্ণরোগান্তক তৈল
মনোমোহিনী তৈল
তাম্বুলামৃত
পানের মসলা।
দন্তরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ
দন্তধাবন চূর্ণ

স্বর্গীয় কবিরাজ নিশিকান্ত সেন
কবিভূষণ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

কবিরাজ কুলতিলক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র কবিরাজ কালিভূষণ সেন কর্ত্তৃক এই ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে।

মহামৃত রসায়ন.
রক্তদুষ্টির অব্যর্থ সালসা
“পূর্ণেন্দু যোগ”
সঁপৃষ এবং সর্বপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক মেহ রোগের একমাত্র মহৌষধ।
শিবাদি গুড়িকা
উন্মাদ রোগের অবর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ
কল্পকুসুম তৈল

কেশ রোগ নাশক্
স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন রায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবন ঔষধালয়
শক্তি সঞ্জীবন রসায়ন
(আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা)
যেমন ভা তেসান ভাব,
এই অমৃতময় সালসা প্রকৃতই সর্ববিষ
রক্তবিকৃতি নিবারণের
সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ
দেবাদিদেব মহাদেব কথিত
শ্রীমদনানন্দ মোদক
কামাগ্নি সন্দীপন রসায়ন

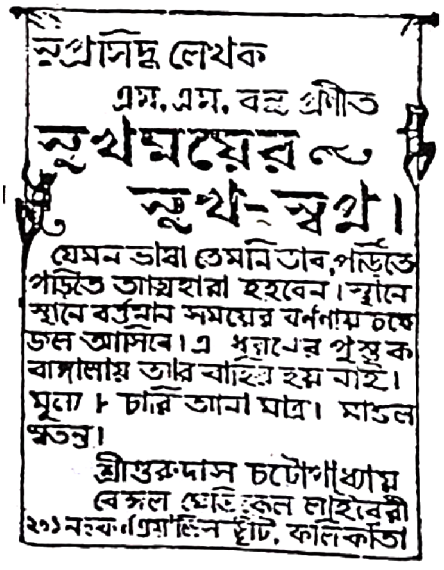

সিদ্ধাবলেহ
চ্যবন প্রাশ
অশ্বগন্ধা তৈল

বন্দেমাতরম্
কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন কবিভূষণ
পোষ্ট বামাপুর, জেলা পাবনা।
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
"বৈদ্যনাথবটী"

নতুন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া,পালা, কুইনাইন-আটকান ইত্যাদি সর্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ১্ এক টাকা।

"শুক্রজীবন" ২ সপ্তাহে ফল না হইলে মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য।

"দদ্রুদমন" দাদের মহৌষধ ২ ঘন্টায় নিরাময়।

"পাচড়াবিজয়" তিন দিনে নিরাময়।
বৈদ্যনাথ সালসা
উপদংশ ও পারদ বিকৃতির একমাত্র মহৌষধ
টাকের মহৌষধ
সকল প্রকার পুরাতন কিম্বা নূতন টাক ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়
বিজ্ঞাপন দেখিয়া লিখিয়াছেন,
তাহা জানাইবেন

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার
ম্যানেজার সিংহ এণ্ড কোং
চক্রপাণি টীকাসহ চরক সংহিতার
বিশুদ্ধ সংস্করণ

প্রকাশক সেই সর্বজন পরিচিত সুবিখ্যাত
কবিরাজ
শ্রীহরিনাথ বিশারদ পরিচালিত
আয়ুর্বেদ রত্নাকর ঔষধালয় হইতে

বন্দে মাতরম্ চুড়ি
বা
যুগান্তরে
বীর প্রসবিনীর
অলঙ্কার
নকল গিনি সোনায় প্রস্তুত
৫০০ টাকার গিনিসোনার
চুড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
মনে রাখিবেন বীর প্রসবিনী গৃহলক্ষ্মীগণকে বন্দে মাতরমের মহিমা বুঝাইবার ইহাই সুন্দর অবসর! এই সন্ধিক্ষণ সময়ে গৃহলক্ষ্মীগণ জাগ্রত হউন।

কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
কর্ত্তৃক আবিস্কৃত
সর্বপ্রকার বাত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ
বাতকুলান্তক তৈল
অমৃতাদি চূর্ণ

নিত্য ব্যবহার পণ্যের বিজ্ঞাপন

বন্দেমাতরম্ নামাঙ্কিত পবিত্র অলঙ্কার "বন্দেমাতরম্ চূড়ি। বিজ্ঞাপনে এক স্থানে বলা হইয়াছে : "যদি গৃহলক্ষ্মীর ও ছেলেমেয়েদেহ হৃদয়ে বন্দেমাতরম্ মহিমা বুঝাইতে চান, যদি যথার্থ দেশ হিতৈষী ও মাতৃভক্ত হন তবে মাসে মাসে কাঁচের চুড়িতে পয়সা নষ্ট না করিয়া এই বন্দেমাতরম্ নামাঙ্কি পবিত্র অলঙ্কার গৃহলক্ষ্মীর হাতে দিন। যদি দেখিতে গিনি সোনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দেব। গৃহস্থের কথা দূরে যাউক শেকরা ও পোদ্দারের কাছে আদত গিনির চুড়ির বলিয়া ভ্রম জন্মায়"

এছাড়া আছে নতুন আংটি, সাইকেল, ব্রেজিল পাথরের চশমা, ডার্কনদার হানটিং ওয়াচ, বিলাতী ও ফরাসী দেশীয় এসেন্স হইতে উৎকৃষ্ট ভারতীয় এসেন্স। এমনকি নস্যর বিজ্ঞাপনও ছিল। "

সুলভ মূল্যে মিলের দরে
স্বদেশ জাত শীতবস্ত্র
লুই, আলোয়ান—ধারোয়াল মিল

কপি— ভারত সন্তান আজ সমাগত শীত ঋতুর প্রচন্ড প্রকোপ নিবারণের জন্য সুলভ মূল্যের শীতবস্ত্রের জন্য ব্যস্ত। এ সময়ে অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, জার্মান প্রভৃতি বিদেশীয় শীত বস্ত্র স্বদেশী বলিয়া ক্রয় করিয়া অনেকেই ঠকিয়াছেন। তাঁহাদের অভাব মোচনের জন্য আমরা খাঁটি স্বদেশী লুই, আলোয়ান, গেঞ্জি, মোজা, চেক চাদর খুব সস্তাদরে বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ করিয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীকালীশঙ্কর শুকুল এম, এ
হ্যারিসন রোডের উপর, বড়বাজার,
রায় বকরি দাসের বাটীর সম্মুখে কলিকাতা

স্বদেশী রঞ্জন তৈল
ফলেন পরিচয়তে
কবিতায় লেখা এই বিজ্ঞাপনটি—

শরীরের শান্তি হয় এই তৈল গুণে।
এই তৈল মেখে যাও সমাজ ভবণে।।
সমাজের লোক সব হবে চমৎকার ।

বলিবে এ তৈল কোথা হল আবিষ্কার ||
যাবতীয় শির রোগ করে নিবারণ
স্বদেশের একমাত্র আদরের ধন।|

আমি অনেক স্বদেশীয় গাছ-গাছড়ার সাহায্যে এই তৈল প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ও চিকন করে, ইহার সুগন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অতি মনোহর। এ তৈল চক্ষু রোগের হিতকর। মূল্য প্রতি শিসি দশ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলী, বটিকা ইত্যাদি

উপরে বড় হরফে বন্দেমাতরম্ লিখে বিজ্ঞাপনে বক্তব্য আরম্ভ। ম্যালেরিয়া জ্বর অর্থাৎ জিরেণ জ্বরের মাদুলী। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

মানি ব্যাক গ্যারান্টি দেবার সৎসাহস এখনকার খুব কম কোম্পানিরই আছে। এই গ্যারান্টি ম্যালেরিয়া রোগে ভোগা রোগী ছাড়াও বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও মাদুলী আছে যেমন, পৈত্তিক জ্বরের জন্য, কোমরে বেদনার জন্য, দন্ত রোগের জন্যও অব্যর্থ মাদুলীর বিজ্ঞাপন করেছেন পার্ক স্ট্রীটের শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।

হ্যারিসন রোডে আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয় বিজ্ঞাপন করেছেন অমোঘ শক্তিপ্রদায়িনী আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা" কবিরাজ শ্রীমণিশঙ্কর শাস্ত্রী।

উপর বাজার, রাঁচি ছোটনাগপুর থেকে বিজ্ঞাপন এসেছে যুগান্তরে। সন্ন্যাসী প্রদত্ত।

অর্শরোগের অব্যর্থ মাদুলী ও মৃৎবৎসা ও গর্ভপাত নিবারণের আশ্চর্য্য ঔষধ | বিজ্ঞাপনে কপি উল্লেখযোগ্য: "আমরা পুনরায় অনেক কষ্টে উক্ত মাদুলি সংগ্রহ করিয়াছি। যাঁহারা পূর্বে পত্র লিখিয়াও পান নাই তাঁহারা শীঘ্র লিখুন। মৃৎবৎসা মহিলাদের গলায় ধারণ করার, উপদেশ দেওয়া হয়েছে।"

জনৈক ফকির প্রদত্ত সিংহ এণ্ড কোং-এর

উপরিঅংশের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে,
"ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই"
কর্মখালি/কর্মচাই

সংখ্যায় বেশী না হলেও ইংরাজীতে লেখা একটি বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক প্রচারক চাই। বাঙ্গালী হিন্দু। বয়স ১৮-২৫। যথেষ্ট: যোগ্যতা প্রমাণিত হলে, যোগ্য ব্যক্তিদের কোন একটি উন্নতিশীল সংস্থার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এন্টেন্স পাস হাওয়া চাই। সার্টিফিকেট চাই ভাল চরিত্র সম্বন্ধে। প্রস্তুতিকালে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হবে। অবিবাহিত হলেই ভাল। বাঁকীপুর থেকে প্রকাশিত মাদার ল্যাণ্ড পত্রিকার সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে।

বিপ্লবের জন্য সৈনিক সংগ্রহের এ এক অভিনব পন্থা।

অন্য বিজ্ঞাপনগুলি সেকালের কাজের সুযোগ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। পাটের অফিসে কার্য্যকারক ৫০০্ জমা দিয়ে মাস মাইনে ১৫্ টাকা এবং বাসস্থান। চলতি কারবারে অংশিদার

১০০০্ টাকা লগ্নি করলে, ৩০্ থেকে ৪০্ পর্য্যন্ত লাভের অংশ পাবেন সেই ব্যক্তি। মোজা বোনার জন্য সুদক্ষ কারিগর । এবং ইংরেজী ও বাংলায় দক্ষ কম্পোজিটার।

কর্ম চেয়ে একটিই বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। সদ্বংসজাত যুবক প্রাইভেট টিউশানি করতে চায়। মফস্বলে যেতেও রাজী।

টুকরো বিজ্ঞাপন

১। জমি, জমা, বাটী ও তেজারতি এজেন্সী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে তার কাছে "প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য গরীব হইতে অতি ধনী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া তাহাদের আপন আপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। (ইনি উচ্চ বংশীয়) "সবল চিত্তসম্পন্ন মহৎব্যক্তি"।

২। সহৃদয় ঔষধ বিক্রেতা শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ সরল ফলিত পঞ্জিকা এক হাজার কপির খরিদ করেছেন। যাহারা সুক্ষ্ম মতে ধর্মকর্মাদি করে নিজের ও দেশের মঙ্গল বিধান করতে ইচ্ছুক, তাঁদের বিনামূল্যে ঐ পঞ্জিকা বিতরণ করবেন।

নিজে এসে বা চার আনার টিকিট পাঠাইলে পেতে পারেন।

আজকের Direct Marketing-র অন্যতম উদ্দেশ্য হল দোকানে Customer Traffic

বাড়ান। তার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন আজকের বিপনন এবং বিজ্ঞাপন প্রোফেশানালেরা।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাথ মশাই ধার্মিক এবং মহানুভব ব্যক্তি অবশ্যই। এই পঞ্জিকা বিনামূল্যে যাঁরা নিতে আসবেন তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্য একটি goodwill তৈরী হবার কথা। এবং যাঁরা আসবেন তাঁদের মধ্যে কিছু নিশ্চয় দোকানের পৃষ্ঠপোষক হবেন।

৩। দেশী চিনির বাজারে যুগান্তর। বিশুদ্ধ চিনির একমাত্র আড়ত। বিদেশী ভেজালের সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ্য যে ভেজাল প্রমাণ হলে স্বদেশী কাজে ২০০্ টাকা দত্ত দিতে প্রস্তুত।

৪। তোমায় চাই। মনে হয় ভায়া রামচরণ ভট্টাচার্য নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বিজ্ঞাপন দাতা "যুগান্তর-পত্রিকার" নিয়মিত পাঠক বলেই মনে হয় বিশেষ করে "ভায়া বামচরণ" সম্ভাবনাটি যোগাক্ষ্যকার চিঠির "ভায়া সম্পাদক" এর প্রভাব।

৫।দরজীর দোকানের বিজ্ঞাপন। কালিকা এণ্ড কোং আধুনিক ইংরাজী ফ্যাসানের একটি উত্তম বঙ্গীয় কাটার নিযুক্ত করে স্পর্দ্ধর সঙ্গে বলছেন যে সাহেব বাটী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবেক না।" তাই "স্বদেশের উন্নতি করিবার বাসনা থাকে"। তবে কালিকা এণ্ড কোং এ যেতে হবে। সাপও মরলো লাঠিও ভাঙ্গল না। দেশী কাটারের হাত ঘুরে ইংরাজী ফ্যাসান এলেও, তাকে স্বদেশীই বলতে হবে।

৬। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিভূষণের "চিকুর বিলাস তৈলের নকল বেরিয়েছে" এই জালিয়াতকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০্ টাকা পুরস্কার। এটি সেকালের Trade mark infringement এর বিজ্ঞাপন।

সন্ন্যাসী, ফকির, মাদুলী তাবিজ

কবিরাজ হাল ছেড়ে দেবার পর রোগীর আত্মীয়স্বজন ছুটতেন সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধের খোঁজে। "যুগান্তর"-এ প্রচুর এই ধরণের বিজ্ঞাপন ছিল। কেউ বলেছেন "তান্ত্রিক তাবিজে"র জন্য মূল্য চাই না। কেউ বলছেন ১৫ দিনের মধ্যে কঠিন রোগ সেরে যাবে। কেউ দিচ্ছেন অষ্টধাতু যুক্ত রাধাকৃষ্ণ অঙ্গুরি। কেউবা গোপেশ্বরের স্বপ্নাদ্য মাদুলী। আবার কেউ দিচ্ছেন ম্যালেরিয়া জ্বর অর্থাৎ জিরেণ-জ্বরের মাদুলী সঙ্গে প্রতিশ্রুতি : "আরোগ্য না হইলে মূল ফেরত দিব।"

বিজ্ঞাপন মারফৎ "যুগান্তর"এর আয়

"যুগান্তর"-এ বিজ্ঞাপিত "রেট" অনুসারে আয়ের হিসেব করার চেষ্টা করা হয়েছে। "রেট" থেকে পরিষ্কার হয়না যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কিংবা ডিসপ্লে হিসাবে বিজ্ঞাপনের দাম ধার্য্য হত। তবুও মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যায়। প্রথম হিসাবটিতে মোট সংগৃহীত মূল মাত্র ২৬৭ টাকা ৫ আনা। অন্য হিসাবে বিজ্ঞাপন মূল্য দাঁড়ায় ৩১০৭ টাকা ৫ আনা।

প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন

শ্রেণীবদ্ধ বিভাগ

৩ মাসের জন্য লাইন প্রতি ৩ আনা দামে

(১) কান্ট্রি গুডস স্টোর্স	= ১৪ লাইন × ৩ = ৪২ আনা	=	২ টাকা ১০ আনা
(২) দন্ত ধাবন চূর্ণ	= ২৯ লাইন × ৩ = ৮৭ আনা	=	৫ টাকা ৭ আনা
(৩) কুন্তলা	= ১৫ লাইন × ৩ = ৪৫ আনা	=	২ টাকা ১৩ আনা
(৪) সিংহ এন্ড কোং	= ১৬ লাইন × ৩ = ৪৮ আনা	=	৩ টাকা
(৫) রতিবিলাস	= ৩৩ লাইন × ৩ = ৯৯ আনা	=	৬ টাকা ৩ আনা
(৬) বৈদ্যনাথ	= ১০ লাইন × ৩ = ৩০ আনা	=	১ টাকা ১৪ আনা
(৭) টাকের মহৌষধ	= ২০ লাইন × ৩ = ৬০ আনা	=	৩ টাকা ১২ আনা
		মোট =	২৫ টাকা ১১ আনা

ডিসপ্লে বিভাগ (ক)

৩ মাসের জন্য প্রতি কলম মাসিক ২০ টাকা দামে

অর্থাৎ প্রতি কলম ত্রৈমাসিক ৬০ টাকা দামে

(প্রতি "কলম ইঞ্চি" দরে নয়। প্রতি কলম দরেই নিম্নোক্ত হিসেব। অর্থাৎ প্রতি কলম (২০ ইঞ্চি) ৬০ টাকা দামে। এই হিসেবে ১ ইঞ্চির দাম ৩ টাকা।)

(১) ছাত্রভাণ্ডার লিমিটেড	৮" × ২ কলম = ১৬" × ৩ টা	=	৪৮ টাকা
(২) ইলেক্ট্রা	৮" × ২ কলম = ১৬" × ৩ টা	=	৪৮ টাকা
(৩) হিন্দু ফারমাসিউটিক্যালস	৭" × ২ কলম = ১৪" × ৩ টা	=	৪২ টাকা
	মোট		১৪৮ টাকা

প্রথম পাতার সংগৃহীত বিজ্ঞাপন মূল্য = ১৪৮ টা + ২৫ টাকা ১১ আনা

= ১৭৩ টাকা ১১ আনা।

চতুর্থ পাতার বিজ্ঞাপন
শ্রেণীবদ্ধ বিভাগ

(১)	সাধনা	= ১২ লাইন × ৩ = ৩৬ আনা	=	২ টাকা ৪ আনা
(২)	আসামজাত	= ১৭ লাইন × ৩ = ৫১ আনা	=	৩ টাকা ৩ আনা
(৩)	নবশক্তিসার	= ১৮ লাইন × ৩ = ৫৪ আনা	=	৩ টাকা ৬ আনা
(৪)	স্বদেশীসুলভ	= ১১ লাইন × ৩ = ৩৩ আনা	=	২ টাকা ১ আনা
(৫)	রামবাণ	= ৫ লাইন × ৩ = ১৫ আনা	=	১৫ আনা
(৬)	আতঙ্কনিগ্রহ	= ৯ লাইন × ৩ = ২৭ আনা	=	১ টাকা ৯ আনা
(৭)	অর্শরোগ	= ১৬ লাইন × ৩ = ৪৮ আনা	=	৩ টাকা
(৮)	দে এন্ড সন্স	= ২৩ লাইন × ৩ = ৬৯ আনা	=	৪ টাকা ৫ আনা
		+ ৩ টাকা (১" ডিসপ্লের জন্য)	=	৭ টাকা ৫ আনা
(৯)	বি বাগ এন্ড কোং	= ২৬ লাইন × ৩ = ৭৮ আনা	=	৪ টাকা ১৪ আনা
(১০)	কৃষ্ণমোহন কুন্ডু	= ৩২ লাইন × ৩ = ৯৬ আনা	=	৬ টাকা -
(১১)	চ্যাটার্জী এন্ড কুন্ডু	= ১৯ লাইন × ৩ = ৫৭ আনা	=	৩ টাকা ৯ আনা
(১২)	আয়ুর্বেদ সঞ্জীবন	= ৬৭ লাইন × ৩ = ২০১ আনা	=	১২ টাকা ৯ আনা
(১৩)	ডঃ সরকার	= ৮ লাইন × ৩ = ২৪ আনা	=	১ টাকা ৮ আনা
(১৪)	আয়ুর্বেদিক	= ৩৩ লাইন × ৩ = ৯৯ আনা	=	৬ টাকা ৩ আনা
(১৫)	আয়ুর্বেদ রত্নকার	= ৫৬ লাইন × ৩ = ১৬৮ আনা	=	১০ টাকা ৮ আনা
(১৬)	অরুণ এন্ড কোং	= ৬ লাইন × ৩ = ১৮ আনা	=	১ টাকা ২ আনা
(১৭)	শ্রী দীননাথ	= ৬২ লাইন × ৩ = ১৮৬ আনা	=	১১ টাকা ১০ আনা
		মোট		৮১ টাকা ১০ আনা

ডিসপ্লে বিভাগ

নরদারণ সরকারস জীবন বীমা ২" × ২ কলম = ৪" × ৩ টাকা = ১২ টাকা
চতুর্থ পাতায় সংগৃহীত বিজ্ঞাপন মূল্য মোট = ৮১ টা ১০ আনা + ১২ টাকা
= ৯৩ টাকা ১০ আনা

প্রথম পাতা	=	১৭৩ টাকা	১১	আনা
চতুর্থ পাতা	=	৯৩ টাকা	১০	আনা
মোট সংগৃহীত বিজ্ঞাপন মূল্য	=	২৬৭ টাকা	৫	আনা

★ শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে ক্ষেত্রে ক্যাপশনগুলোকে ১ লাইন হিসেবে ধরা হয়েছে।
★ প্রতি পাতার কলম সংখ্যা ৫
★ কলমের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি

ডিসপ্লে বিভাগ (খ)

কলম ইঞ্চি (অর্থাৎ ১" × ১ কলম) দরে বিজ্ঞাপনের মূল্যে অনেক তফাত দাঁড়ায়।
এই হিসেবে বিজ্ঞাপনের হার ৩ মাসের জন্য প্রতি কলম ইঞ্চি মাসিক ২০ টাকা = প্রতি কলম ইঞ্চি ত্রৈমাসিক ৬০ টাকা।

অতএব প্রথম পাতার ডিসপ্লের দাম ঃ—

ছাত্রভান্ডার লিমিটেড	= ৮" × ২ কলম = ১৬ ইঞ্চি × ৬০ টাকা	= ৯৬০ টাকা
ইলেক্ট্রা	= ৮" × ২ কলম = ১৬ ইঞ্চি × ৬০ টাকা	= ৯৬০ টাকা
হিন্দু ফারমাসিউটিক্যালস	= ৭" × ২ কলম = ১৪ ইঞ্চি × ৬০ টাকা	= ৮৪০ টাকা
	মোট	২৭৬০ টাকা

চতুর্থ পাতার দাম ঃ—

নরদারন সরকারস জীবন বীমা = ২" × ২ কলম = ৪ ইঞ্চি × ৬০ টাকা = ২৪০ টাকা
প্রথম পাতা + চতুর্থ পাতা = ২৭৬০ + ২৪০ = ৩০০০ টাকা

অতএব মোট ডিসপ্লে = ৩০০০ টাকা
মোট শ্রেণীবদ্ধ = ১০৭ টাকা ৫ আনা
(২৫ টাকা ১১ আনা + ৮১ টাকা ১০ আনা)

সংগৃহীত বিজ্ঞাপন মূল্য = মোট = ৩১০৭ টাকা ৫ আনা

(১) স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান-উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪৯
(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্ F.N 022-17 স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ১২
(৩) স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৫
(৪) 8০:75 0৫1. 4), 7805 1908 5০85 1২০5.126. 129 উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩০

মূল্য ঃ ১৫ টাকা